দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 02 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২ .....

রাজনৈতিক আনুকূল্যের জন্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জামায়াতের একচ্ছত্র প্রাধান্য

মামুন-অর-রশিদ ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মঞ্জুরি কমিশন পর্যন্ত রাজনৈতিক আনুকূল্যের কারণে জামায়াতে ইসলামী দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছে। জোট শাসনামলে অনুমোদিত ৩৮ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭ টির মালিকানাই তাদের। আরও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের অপেক্ষায়। দেশে বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান দু'গ্রুপের মধ্যে 'জামায়াত লবি' শক্তিশালী। মন্ত্রণালয়ের 'সিনিয়র গ্রুপটি' জামায়াত সমর্থক এবং 'জুনিয়র গ্রুপটি' অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় জামায়াত সহজেই একের পর এক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়ে চালিয়ে যাচ্ছে 'বিদ্যা বাণিজ্য'। সেবা খাতে বিনিয়োগ করে রাজনীতি এবং বাণিজ্য চালিয়ে যাবার পুরনো কৌশলেই তারা এগুচ্ছে।

কুয়েতী অর্থে পরিচালিত ধর্মভিত্তিক এনজিও যারা বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ উত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার দায়ে অভিযুক্ত তারা ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুরে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়েছে বলে সংগঠনের সূত্রে জানা গেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হলেও আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। জামায়াত 'ওয়াজী' নেতা মাওলানা

জোট আমলে অনুমোদিত ৩৮ ভার্সিটির মধ্যে ১৭টি তাদের

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে 'বাংলাদেশ ইসলামি ইউনিভার্সিটি' নামে দেয়া হয়েছে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ন সদস্যের কমিটি এক বছর সরেজমিন অনুসন্ধান ক সাতটি 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভু করে। এর মধ্যে 'গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ' কি

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

রাজনৈতিক আনুকূল্যের

(১২-এর পাতার পর)

নিয়েছে জামায়াত নেতা মাওলানা কামাল উদ্দি
জামায়াত নেতা কামাল উদ্দিন এই বিশ্ববিদ্যালয় কি
নেয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় মঞ্জুরি কমিশনে প্রস্তাব পাঠ
কালো তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য। মঞ্জুরি কমি
অবশ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। সরকা
সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে জোট শাসনামলেই অতীতের সব
রেকর্ড ভঙ্গ করে ৩৮ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমো
দেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, জামায়াত সমর্থ
ট্রাস্টিদের ইন্ধনে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি
অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বেসরকা
বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত সমর্থক ছাত্র সংগঠন ইসলা
ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের নিয়োগ দেয়া হয়। এ
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক লেভেলে হরদম চল
জামায়াতীদের নিয়োগ। এমনকি কোন রকম টেনে টু
সুযোগ হলেই অনভিজ্ঞদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দে
হয়। জামায়াতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় রয়েছে সাউদ
ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ও
বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রা
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, দারুল ইহ
ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, মানার
ইউনিভার্সিটি, গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদে
ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, সাউথ
ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে স
করে উপাচার্যসহ অধিকাংশ কর্মকর্তা জীবনের কোন না
কোন স্তরে জামায়াত শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত
ছিলেন। জামায়াত-শিবিরের ছেলেমেয়েরা এসব
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য বিশেষ কমিশন পায়।
এমনকি তাদের কোন কর্মী কোন রকম আর্থিক সঙ্কটে
পড়লে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরির মাধ্যমে
উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং তার ডিগ্রী অর্জনের
পথ সুগম করে দেয়া হয়। সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি পাঁচ
কোটি টাকার মূলধন যিনি সংগ্রহ করেছিলেন তিনি
জামায়াত নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ আফজাল
হোসেন। বর্তমান ভিসির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক
মুনাফা ভাগবাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে বিরোধ তুঙ্গে রয়েছে।